বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ডাকবাক্স নং ৩২৫
ঢাকা
বাংলাদেশ
www.bangladeshbank.org.bd

কৃষি ঋণ বিভাগ
(পলিসি শাখা)

এসিডি সার্কুলার নং : ১৩

তারিখ ঃ ০৯ জুন, ২০১০ / ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের কৃষি ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয় জোরদারকরণ প্রসঙ্গে।

বর্তমানে বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংকের জন্য কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। যে সকল ব্যাংকের পল্লী অঞ্চলে শাখা নেই বা শাখার সংখ্যা অপ্রতুল ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালায় সেই সকল ব্যাংকের জন্য মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) সমূহের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয় জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে ঃ-

ক) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) সমূহের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পৌছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণকারী উভয় ধরণের ব্যাংকের ক্ষেত্রেই এ রীতি প্রযোজ্য হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং এনজিও-এর সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করতে হবে।

খ) ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) হতে ঋণের পরিমাণ, গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সম্ভাব্য আকার এবং ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদির উল্লেখসহ একটি সুনির্দিষ্ট ঋণ প্রস্তাবনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাদেরকে অর্থায়নের বিষয়ে বিবেচনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরীপত্র/চুক্তিপত্রে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

গ) সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রথমবার অর্থ ছাড়ের আবেদনের সময় অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য যথা-ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদির সমন্বিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে এবং পরবর্তীতে প্রতিবার পুনরায় অর্থ ছাড়ের আবেদনের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত অর্থায়ন প্রকৃতই কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে।

ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ছাড় করার পর উক্ত অর্থ কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণের পর কেবলমাত্র তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট গণ্য হবে।

ঙ) কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৬০% শস্য/ফসল খাতে বিতরণের ব্যাপারে কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালায় যে নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে তা অর্জনে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকসমূহ সহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-কে দারিদ্র বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি শস্য/ফসল খাতেও ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণ করতে হবে।

উপরোক্ত নির্দেশ ২০১০-২০১১ অর্থবছরের শুরু অর্থাৎ ০১ জুলাই, ২০১০ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তিস্বীকার করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(এস, এম, মনিরুজ্জামান)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন নং-৭১২০৯৪৭